প্রথম আলো

তারিখ 01 MAR 2012
পৃ ৫ কলাম ৬

অবৈধ আইটি প্রতিষ্ঠানে এমএলএম প্রশিক্ষণ!

পটুয়াখালী অফিস ●

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সনদ ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে পটুয়াখালী শহরের একটি অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে ভর্তি করানো হচ্ছে। কিন্তু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ না দিয়ে তাঁদের এমএলএম পদ্ধতিতে কোটিপতি হওয়ার কলাকৌশল শেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মিডস নামের এই প্রতিষ্ঠানটি এক বছর আগে পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাশে শহরের সবুজবাগ প্রথম লেনে একটি চারতলা আবাসিক ভবনের তৃতীয় ও চতুর্থ তলা ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এতে প্রথমদিকে পলি-টেকনিকের শিক্ষার্থীদের টার্গেট করা হয়। পলিটেকনিকের কিছু শিক্ষকের সহায়তায় সেখানকার শিক্ষার্থীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ভর্তিতে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রশি-ক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সনদ ও চাকরির নিশ্চয়তার কথা বলে প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপপরিদর্শক এস এম শাহজাহান জানান, পটুয়াখালীতে মিডস আইটি নামে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাই ওই প্রতিষ্ঠানটি অবৈধ ও তারা মানুষকে প্রতারিত করছে। এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিডস কার্যালয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে সেখানে এক হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছেন। প্রশিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। এখানকার শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করছেন। একাধিক শিক্ষার্থী জানান, ভর্তির সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে এককালীন নেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। আর তা হলো, প্রথমে একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। ওই শিক্ষার্থীর হাত ধরে যদি অন্যজন ভর্তি হন, তবে প্রথম শিক্ষার্থী নগদ ৫০০ টাকা পাবেন। আর এ কারণেই এখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে চলছে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর প্রতিযোগিতা।

> প্রথমে একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। তাঁর হাত ধরে যদি অন্যজন ভর্তি হন, তবে প্রথম শিক্ষার্থী নগদ ৫০০ টাকা পাবেন

পটুয়াখালী পলিটেকনিকের ছাত্র তানভীর হাওলাদার জানান, সাত মাস আগে তিনি এখানে ভর্তি হয়েছেন। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শুরু করতে চাইলে তাঁকে কম্পিউটার শেখার বদলে এমএলএমের খুঁটিনাটি শিখতে হচ্ছে।

মোশারফ হোসেন নামের আরেক শিক্ষার্থী জানান, প্রায় এক বছর আগে ভর্তি হলেও এখনো কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। আরও শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর মাধ্যমে কীভাবে কোটিপতি হওয়া যাবে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কীভাবে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যায় তার কলাকৌশলের কাগজপত্র।

কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, মিডসে কার্যক্রম সচল রাখতে কর্তৃপক্ষ একশ্রেণীর দালাল সৃষ্টি করেছে। তারাও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রলোভন দিয়ে ছাত্র আনছে। এ ব্যাপারে পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কাজী জাকির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি এখানে নতুন এসেছি। বিষয়টি জানতে পেরে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করে মিডসের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখাসহ শিক্ষার্থীরা যাতে এই প্রতারণার শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেছি।'

এ বিষয়ে মিডস আইটির পটুয়াখালীর শাখা ব্যবস্থাপক আল-মামুন জানান, ঢাকার মিরপুরের মিডস আইটির শাখা এটি। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ও শিক্ষার্থীদের এমএলএমের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আসলে এটি একটি এমএলএম ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। ছাত্ররা টাকার পিছু ছুটলে আমাদের কী করার আছে।'